Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন -হাদিসের আলোকে শবে বরাতের করণীয় ও বর্জনীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহমীম খানম

রোলঃ 227020596

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন -হাদিসের আলোকে শবে বরাতের করণীয় ও বর্জনীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহমীম খানম

রোলঃ 227020596

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআন -হাদিসের আলোকে শবে বরাতের করণীয় ও বর্জনীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাহমীম খানম, আইডিঃ 227020596 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন -হাদিসের আলোকে শবে বরাতের করণীয় ও বর্জনীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তাহমীম খানম

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

তাহমীম খানম

আইডিঃ 227020596

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

শবে বরাতে করণীয় 7

শবে বরাতে বর্জনীয় 9

কুরআনে শবে বরাত 10

হাদিসে শবে বরাত 11

শবে বরাতের নামায 13

কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী কার্যকলাপ 14

শবে বরাতের রাতের ফজিলত ও সতর্কতা 17

শবে বরাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য 20

উপসংহার 22

ভূমিকা

শবে বরাত শব্দটি ফার্সি থেকে এসেছে। শব অর্থ রাত। আর বরাত মানে মুক্তি। শবে বরাত মানে মুক্তির রাত। আরবিতে একে ‘লাইলাতুল বারাআত’ বলা হয়। হুবহু শবে বরাত শব্দটি কোরআন হাদিসে নেই। আর তা থাকার কথাও নয়, কারণ তা ফার্সি শব্দ- মূল বিষয়টি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। হাদিসে একে ‘লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান’বলা হয়েছে। হাদিস শরিফে এসেছে-

عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن.

মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ‘অর্ধ শাবানের রাতে আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর শিরককারী ও বিদ্বেষপোষণকারী ছাড়া তার সমগ্র সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন।’ (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস, ৫৬৬৫)মূল বিষয়টি যেহেতু হাদিস শরিফে রয়েছে তাই প্রচলিত ফার্সি নামটি কেরআন-হাদিসে না থাকলেও কোন সমস্যা নেই। এ রাতটি আনন্দ- উৎসব করে কাটানোর জন্য নয়। এ রাতের মূল মাহাত্ম হলো ইবাদত করে কাটানো। নফল নামাজ, তাহাজ্জুদ, জিকির-আজকার ও কোরআন তিলাওয়াত করে কাটানো। এ রাতে আল্লাহর রাসূল দীর্ঘ সময় নিয়ে নামাজ আদায় করতেন।

আম্মাজান হজরত আয়েশা রা. বলেছেন, একদিন গভীর রাত্রে রসুলুল্লাহ সা. নামাজ পড়ছিলেন। নামাজ পড়ার সময় তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দীর্ঘ সেজদা করেন। এভাবে দীর্ঘ সেজদা করতে দেখে, হযরত আয়েশা রা. এর ধারণা হয়, রসুলাল্লাহ সা. হয়তো নামাজ পড়তে গিয়ে ইন্তেকাল করেছেন।হজরত আয়েশা রা. তখন তার সন্দেহ দূর করার জন্যে রসুলুল্লাহ সা. বৃদ্ধাঙ্গুলিটি ধরে নাড়া দেন। তাতে রসুলাল্লাহ সা. আঙুল নাড়িয়ে সাড়া দেন। এরপর রসুলাল্লাহ সা. সেজদা থেকে উঠে নামাজ শেষ করে হযরত আয়েশা রা. কে বললেন, হে আয়েশা! তোমার কি ধারণা, আল্লাহর রসুল তোমার হক নষ্ট করবেন? হযরত আয়েশা রা. তখন উত্তরে বলেন, না, ইয়া রসুলুল্লাহ। আপনার দীর্ঘক্ষণ সেজদা করা দেখে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, আপনি হয়তো ইন্তেকাল করেছেন? তাই আমি আমার সন্দেহ মেটানোর জন্য আপনার আঙুল নেড়ে, আপনাকে পরীক্ষা করে দেখছিলাম আপনি জীবিত আছেন কি না।

নবীজি তখন আয়েশাকে রা.-কে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি জানো, আজকের রাতটি কী রাত? আয়েশা তখন নবীজিকে বলেন, আল্লাহ ও তার রাসুলই আমার অপেক্ষা ভালো জানবেন আজেকের রাতটির তাৎপর্য কী?তখন রসুলাল্লাহ সা. বললেন, আজকের রাতটি হলো অর্ধ শাবানের রাত। মহান আল্লাহ তায়ালা অর্ধ শাবানের রাতে তার বান্দার সব প্রার্থনা মনোযোগ সহকারে শোনেন। যারা ক্ষমাপ্রার্থী তাদের পাপ ক্ষমা করে দেন। আর যারা অনুগ্রহপ্রার্থী তাদের অনুগ্রহ করেন, তাদের বরকত প্রদান করেন। আর যারা বিদ্বেষ পোষণকারী, তাদের ক্ষমা না করে তাদের নিজের অবস্থাতেই ছেড়ে দেন। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি: ৩/৩৮২-৩৮৩; তাবারানি: ১৯৪)

শবে বরাতে করণীয়

শবে বরাত বছরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ রাত। এই রাতের তাৎপর্য ও ফজিলত অনেক বেশি। তবে শবে বরাতের নির্দিষ্ট কোনো ইবাদত ও আমল নেই। এই রাতের জন্য কোনো ইবাদত নির্দিষ্ট করাও জায়েজ নেই। এটা ইসলামে নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য। বরং মানুষ যদ্দুর সম্ভব আল্লাহর ইবাদতে সময় কাটাবে।ব্যক্তিগত সাধ্যানুযায়ী চাইলে অনেক আমল করা যায়। তবে পাঠকদের জন্য এই আমলগুলো করতে পারেন— এশা ও ফজর নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করা। যথাসম্ভব নফল ও তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করা, সম্ভব হলে উমরি কাজা নামাজ ও সালাতুত তাসবিহ আদায় করা। বেশি বেশি কোরআন মজিদ তিলাওয়াত করা, অধিকহারে আল্লাহর জিকির করা, দীর্ঘক্ষণ দোয়া-মুনাজাত করা, মাঝেমধ্যে শবে বরাতে কবর জিয়ারত করা ও পরের দিন রোজা রাখা।

ইবাদত-বন্দেগি একাকী করণীয়

গোটা রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগি করতে পারলে ভালো। না হয়, রাতের বেশির ভাগ সময় ইবাদতে কাটানোর চেষ্টা করতে হবে। তা-ও সম্ভব না হলে শেষ রাতের সময়টুকুতে কিছুতেই অবহেলা করা উচিত নয়। পাশাপাশি এ বিষয়টি খুব খেয়াল রাখতে হবে যে, রাতের নফল ইবাদতের কারণে যেন ফজরের ফরজ নামাজ কোনোভাবেই ছুটে না যায়।বিশুদ্ধ মতানুসারে শবে বরাত ও শবে কদরের নফল আমলগুলো একাকী করণীয়। ফরজ নামাজ অবশ্যই মসজিদে জামাতের সঙ্গে আদায় করতে হবে। এরপর যা কিছু নফল পড়ার তা নিজ নিজ ঘরে একাকী পড়বে। বিভিন্ন হাদিস থেকে এ রাতে দীর্ঘ নামাজ পড়া, সিজদা দীর্ঘ হওয়া, দোয়া-ইস্তেগফার করার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৩/৩৮২, ৩৮৩)

আইয়ামে বীজের রোজা

সবার মনে রাখতে হবে, শাবান মাসজুড়ে রোজা রাখার বিশেষ ফজিলত রয়েছে। হাদিস শরিফে এ ব্যাপারে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আয়েশা (রা.) বলেন, ‘আমি নবী করিম (সা.)-কে শাবান মাসের মতো এত অধিক (নফল) রোজা আর অন্য কোনো মাসে রাখতে দেখিনি। এ মাসের অল্প কয়েক দিন ছাড়া বলতে গেলে সারা মাসই তিনি রোজা রাখতেন।’ (তিরমিজি, হাদিস : ৭৩৭)এছাড়াও ‘আইয়ামে বীজ’ বা প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখার ব্যাপারেও হাদিস শরিফে উৎসাহিত করা হয়েছে। এটা রাসুল (সা.)-এর সুন্নত।

শবে বরাতের রোজা

১৫ শাবান শবে বরাত। একটি হাদিসে এই রাত পরবর্তী দিনে রোজা রাখার নির্দেশনা রয়েছে। আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, '১৫ শাবানের রাত যখন হয়, তোমরা রাতটি ইবাদত-বন্দেগিতে পালন করো এবং দিনের বেলা রোজা রাখো। কেননা এ রাতে সূর্যাস্তের পর আল্লাহ প্রথম আসমানে এসে বলেন, কোনো ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। কোনো রিজিক অন্বেষণকারী আছে কি? আমি তাকে রিজিক দেব। আছে কি কোনো রোগাক্রান্ত? আমি তাকে আরোগ্য দান করব। এভাবে সুবহে সাদিক পর্যন্ত আল্লাহ মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে তাদের ডাকতে থাকেন।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৩৮৮)

শবে বরাতে বর্জনীয়

শবে বরাত (লাইলাতুল বরাত) ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাত, যা আত্মশুদ্ধি, ইবাদত ও ক্ষমা প্রার্থনার জন্য পরিচিত। তবে, ইসলামের শিক্ষার আলোকে কিছু কার্যকলাপ বর্জন করা উচিত, যেগুলো শিরক, বিদআত বা অপচয় প্রণোদিত হতে পারে।ইসলামে এমন কোনো প্রথা নেই যা ক্ষতির কারণ হতে পারে বা অপচয়ের দিকে প্ররোচিত করে। আতশবাজি ফোটানো যেমন অর্থের অপচয়, তেমনই এটি পরিবেশ ও জনজীবনে বিঘ্ন ঘটায়।অনেকে শবে বরাতে বিশেষ খাবার তৈরি করে থাকেন, যা কখনো কখনো অপচয়ের দিকে নিয়ে যায়। ইসলামে খাদ্যের অপচয় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।শবে বরাত উপলক্ষে কবর জিয়ারত করা যেতে পারে, তবে এটিকে লোকদেখানো বা আনুষ্ঠানিকতার রূপ দেওয়া ঠিক নয়। কবরস্থানে দোয়া ও আত্মীয়স্বজনের জন্য মাগফিরাত চাওয়া ইসলামি আদর্শের মধ্যে পড়ে।শবে বরাতে বিশেষ কোনো ইবাদত করার নির্দেশনা নেই। তাই কোনো বিদআত (যা কুরআন-হাদিসে বর্ণিত নয়) তৈরি বা তা প্রচার থেকে বিরত থাকা উচিত।কোনো ধরনের অপসংস্কৃতি, মিথ্যাচার, গুজব ছড়ানো বা অন্যকে বিরক্ত করা এই পবিত্র রাতের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে।শবে বরাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সারাদিন ও রাত ইবাদতে মনোনিবেশ করা উচিত। শুধু রাতে ইবাদত করে দিনের নামাজ ত্যাগ করা ইসলামে সমর্থিত নয়।শবে বরাতে নফল আমলের জন্য দলে দলে মসজিদে এসে সমবেত হওয়া। এই ধরনের কোনো আমলের প্রমাণ হাদিস শরিফে নেই। আর সাহাবায়ে কেরামের যুগেও এর রেওয়াজ ছিল না। তবে কোনো প্রকার ঘোষণা বা আহ্বান ছাড়া মানুষজন যদি মসজিদে একত্র হয়ে যায়, তাহলে তারা একাকী ইবাদত করতে পারে। এতে কোনো সমস্য নেই।

লক্ষণীয় যে, এক শ্রেণির যুবক আছে— তারা এ রাতে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে রাস্তায় সময় কাটায়, উচ্চ স্বরে জিকির করে; অথচ ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো সম্পূর্ণ বর্জনীয়। কারণ এতে কোনো রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কষ্ট হতে পারে। আর অন্যকে কষ্ট দিয়ে নফল ইবাদত করার কোনো বিধান শরিয়তে নেই।

পটকা বাজানো, খিচুড়ি পাকিয়ে বণ্টন করা; মিষ্টি, হালুয়া ও শিরনি বিতরণ; মসজিদে একত্র হয়ে ইবাদত, জিকির, আতশবাজি, চেরাগপ্রথা ও কবরস্থানে মেলার মতো গমনাগমন ইত্যাদি সুস্পষ্ট বিদআত ও কুসংস্কার। (বিচারপতি মুফতি তাকি উসমানি, ইসলাহি খুতুবাত : ৪/৮৫)

শবে বরাত মূলত আত্মশুদ্ধি, আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও ক্ষমা প্রার্থনার রাত। অতএব, যে কোনো কাজ যা এই উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করে তা বর্জন করা জরুরি।

কুরআনে শবে বরাত

কুরআনে সরাসরি শবে বরাত (শাব-ই-বারাত) নামে কোনো রাতের উল্লেখ নেই। তবে কুরআনের সূরা আদ-দুখানে (৪৪:৩-৪) একটি বিশেষ রাতের কথা বলা হয়েছে, যা সম্পর্কে অনেকেই শবে বরাতের সাথে সংযোগ করেন। আয়াতটি হলো:

"নিশ্চয়ই আমি এটি (কুরআন) এক বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয়ই আমরা সতর্ককারী। এই রাতে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঠিক করে দেয়া হয়।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে ইসলামী পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেক আলেম মনে করেন, এখানে "বরকতময় রাত" বলতে লাইলাতুল কদর (কদরের রাত) বোঝানো হয়েছে, যা রমজান মাসের শেষ দশকে থাকে। অন্যদিকে, কিছু আলেমের মতে, এটি শাবান মাসের ১৫তম রাত বা শবে বরাতের ইঙ্গিত হতে পারে। তবে শবে বরাতকে নিয়ে কুরআনে সরাসরি কোনো বর্ণনা নেই।

হাদিসে শবে বরাত

শবে বরাত সম্পর্কে কিছু হাদিস পাওয়া যায়, যেখানে শাবান মাসের ১৫তম রাতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ:

1. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

"আল্লাহ তাআলা শাবান মাসের পনেরোতম রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং কুল্লু মাখলুক (সমস্ত সৃষ্টি)-কে ক্ষমা করে দেন, তবে মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারীদের (মুসলিমদের মধ্যে যারা হিংসা-বিদ্বেষ রাখে) ক্ষমা করেন না।"
— (ইবনে মাজাহ, ১৩৯০; তিরমিজি, ৭৩৯)

2. আম্মাজান হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বর্ণনা করেন—
'একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামাজে দাঁড়ান এবং এতো দীর্ঘ সেজদা করেন যে, আমার ধারণা হলো- তিনি হয়ত মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তখন উঠে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল। যখন তিনি সেজদা থেকে উঠলেন এবং নামাজ শেষ করলেন, তখন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আয়েশা তোমার কি এই আশঙ্কা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসুল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না- হে আল্লাহর রাসুল। আপনার দীর্ঘ সেজদা থেকে আমার এই আশঙ্কা হয়েছিল, আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন কি না।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জানো এটা কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসুলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইরশাদ করলেন, 'এটা হলো অর্ধ শাবানের রাত (শবে বরাত)। আল্লাহ তায়ালা অর্ধ-শাবানের রাতে তার বান্দার প্রতি মনোযোগ দেন এবং ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহপ্রার্থীদের অনুগ্রহ করেন আর বিদ্বেষ পোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই।' (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি: ৩/৩৮২-৩৮৩; তাবারানি: ১৯৪)

3. শবে বরাতের রোজা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই, তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শাবান মাসে বেশি রোজা রাখতেন।

4. এই রাতের ফজিলত সম্পর্কে হজরত মুয়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অর্ধ শাবানের রাতে (শবেবরাতে) আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টিজগতের প্রতি মনোযোগ দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন।

(সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ৫৬৬৫; মুসনাদুল বাজ্জার, হাদিস : ২৭৫৪, আল মুজামুল আওসাত, হাদিস : ৬৭৭৬; আল মুজামুল কাবির, হাদিস : ২১৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৩৯০; মুসন্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩০৪৭৯, শুয়াবুল ঈমান, হাদিস : ৬২০)

5. এই রাত সম্পর্কে হজরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, ‘পাঁচটি রাত এমন আছে, যে রাতের দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। জুমার রাত, রজবের প্রথম রাত, শাবানের ১৪ তারিখ রাত, দুই ঈদের রাত। ’ (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস : ৭৯২৭)

6.ওমর ইবনে আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ আদি ইবনে আরতাতের উদ্দেশ্যে লেখেন, ‘বছরের চারটি রাত তুমি অবশ্যই লক্ষ রাখবে। কেননা সেসব রাতে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়—রজবের প্রথম রাত, শাবানের ১৪ তারিখ রাত, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার রাত। ’ (আত-তালখিসুল হাবির, ইবনে হাজার : ২/১৯১)

7. হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘১৫ শাবানের রাত (১৪ তারিখ দিবাগত রাত) যখন আসে তখন তোমরা এ রাতটি ইবাদত-বন্দেগিতে কাটাও এবং দিনের বেলা রোজা রাখো। ’ (ইবনে মাজাহ, হাদিস, ১৩৮৮)

উপসংহার

শবে বরাতের তাৎপর্য সম্পর্কে সরাসরি কুরআনে কোনো উল্লেখ না থাকলেও এটি হাদিসের মাধ্যমে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত। তবে শবে বরাত পালনে বিভিন্ন আমল বা রীতির বিষয়ে ইসলামে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। তাই শবে বরাত উদযাপন বা বিশেষ কোনো ইবাদত করতে হলে তা যেন কুরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

শবে বরাতের নামায

শবে বরাতে নফল নামাজ পড়া উত্তম। তবে এই রাতে নফল নামাজ পড়ার আলাদা কোনো নিয়ম বা নিয়ত নেই। অন্যান্য নফল নামাজ যেভাবে পড়া হয়, এ দিন রাতেও যেভাবে স্বাভাবিক নিয়মে নফল নামাজ পড়তে হবে। আলাদা করে কোনো নিয়ত করতে হবে না।

কেউ এ রাতে নফল নামাজ পড়ার আলাদা কোনো নিয়ম বা নিয়ত সাব্যস্ত করলে তা বিদয়াত বলে গণ্য হবে। কারণ, শবে বরাতে নামাজ পড়ার কোনো নিয়ম বর্ণনা করেননি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেননি, সাহাবিরা পালন করেননি- এমন কোনো বিষয়ে ইবাদত বা নির্দিষ্ট করে আমল তৈরি করলে তা বিদয়াতের অন্তর্ভুক্ত। বিদয়াত আবিষ্কারকদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন আল্লাহর রাসূল।বর্ণিত হয়েছে, 'নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব। আর সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো, (দীনের মধ্যে) নব-উদ্ভাবিত বিষয়। (দীনের মধ্যে) নব-উদ্ভাবিত সবকিছুই বিদআত। প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।' (মুসলিম, হাদিস, ১৫৩৫; নাসায়ি, হাদিস, ১৫৬০)

শবে বরাতে একজন মুসলিম যেসব ইবাদত করবেন তার পুরোটাই নফল। এ রাতে কোরআন তিলাওয়াত, জিকির, নামাজ সব নফল। কোনোটাই ফরজ, ওয়াজিব বা অন্ততপক্ষে সুন্নতে মুয়াক্কাদাও নয়।

এজন্য কেউ এ রাতে নফল নামাজ পড়লে তা অন্যান্য যেকোনো সময়ের নফল নামাজের মতো পড়বে, নফল নামাজে সানা, সূরা ফাতিহা, সূরা মিলানো, বৈঠক, তাশাহুদ, দরুদ, দোয়া মাসুরা, সব স্বাভাবিক নিয়মে পালন করতে হবে।নামাজ শেষে চাইলে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করতে পারেন। তবে এ রাতের নফল নামাজের জন্য নির্দিষ্ট করে আলাদা কোনো দোয়া নেই। তাই শবে বরাতে কারো জন্য নির্দিষ্ট কোনো দোয়া করা উচিত হবে।

তবে রজব ও শাবান মাসে আল্লাহর রাসূল বরকত চেয়ে আল্লাহর কাছে যে দোয়াটি করেছেন চাইলে তা পড়া যেতে পারে। দোয়াটি হলো-

আরবি :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজবা ওয়া শাবান, ওয়া বাল্লিগনা রমাদান

অর্থ : হে আল্লাহ! রজব মাস ও শাবান মাস আমাদের জন্য বরকতময় করুন; রমজান আমাদের নসিব করুন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৫৯)

কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী কার্যকলাপ

শবে বরাত (লাইলাতুল বরাত) ইসলামী ক্যালেন্ডারের শাবান মাসের ১৪ তারিখের রাত। এটি মুসলিমদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি রাত হিসেবে বিবেচিত হলেও, অনেক কাজ বা আচরণ আছে যা কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত।

শবে বরাতে কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কিছু কার্যকলাপ তুলে ধরা হলো:

১. নির্দিষ্ট ইবাদতের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা:

শবে বরাতের জন্য বিশেষ কোনো ইবাদত নির্ধারণ করা কুরআন ও হাদিসে নেই। যেমন:

নির্দিষ্ট রাকাত নামাজ পড়া।

নির্দিষ্ট সূরা দিয়ে নামাজ পড়া।

নির্দিষ্ট দোয়া বা আমল করা। ইবাদত শুধুমাত্র রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা অনুযায়ী হওয়া উচিত।

২. আতশবাজি এবং আনন্দোৎসব করা:

শবে বরাত উপলক্ষে ফানুস ওড়ানো, আতশবাজি, গান-বাজনা করা বা আনন্দোৎসব আয়োজন করা ইসলামি শিক্ষার বিরুদ্ধে যায়। এসব কাজ ইসলামিক ইবাদতের অংশ নয় এবং অপচয় ও অনর্থ সৃষ্টি করে।

৩. সবরাত্রি জাগরণের বাধ্যবাধকতা:

শবে বরাতে রাতভর জেগে থেকে ইবাদতের বাধ্যবাধকতা আরোপ করাও বিদআত (ইসলামে নতুন কিছু সংযোজন)। রাসুলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ এমনটি করেননি।

৪. বিশেষ খাবার বা রীতি পালন করা:

শবে বরাতে হালুয়া, মিষ্টান্ন বা নির্দিষ্ট খাবারের আয়োজন করে এটিকে ধর্মীয় রীতি হিসেবে পালন করা বিদআত। খাবার ইসলামি ইবাদতের অংশ নয়।

৫. কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা:

শবে বরাতে কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের উদ্দেশ্যে বিশেষ কিছু বলা বা তাদের সাহায্য চাওয়া, যা শিরক (আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার করা) হতে পারে। কবর জিয়ারত করতে যাওয়া সুন্নাহ, তবে এর সঙ্গে কোনো বিশেষ রাত নির্ধারণের প্রয়োজন নেই।

৬. মিথ্যা বিশ্বাস প্রচার:

শবে বরাতে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ হয়।

শবে বরাতেই মানুষের জীবনের সময়সীমা নির্ধারণ হয়। এসব ধারণার পক্ষে কোনো নির্ভরযোগ্য হাদিস নেই। বরং কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, ভাগ্য লওহে মাহফুজে আগে থেকেই লিপিবদ্ধ।

৭. নির্দিষ্ট রোজা রাখা:

শবে বরাতের পরদিন রোজা রাখা সুন্নাহ নয়। শাবান মাসে রোজা রাখা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ, তবে এটি শবে বরাতের সঙ্গে সংযুক্ত নয়।

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি:

শবে বরাত একটি সাধারণ রাত, তবে ইবাদতের জন্য কোনো বিশেষ রাতকে আলাদা করা উচিত নয়। বরং আমরা সবসময় আল্লাহর ইবাদতে মনোযোগী হতে পারি। বিদআত ও শিরক পরিহার করে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনাই শ্রেয়।

শবে বরাতের রাতের ফজিলত ও সতর্কতা

এই রাত নিঃসন্দেহে ফজিলতপূর্ণ। এ নিয়ে যেমন বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়, তেমনিভাবে এই রাতের ফজিলতও অনস্বীকার্য। কেউ এটিকে অস্বীকার করলে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসকে অস্বীকার করা হবে। কেননা আলি ইবনে আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন মধ্য শাবানের রাত আসে, তখন তোমরা এ রাতে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো এবং দিনে রোজা রাখো। কেননা এদিন সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন, কে আছো আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী? আমি তাকে ক্ষমা করবো। কে আছো রিজিকপ্রার্থী? আমি তাকে রিজিক দেব। কে আছো রোগমুক্তি চাও? আমি তাকে সুস্থতা দেব। কে আছো এই এই চাও?' এভাবে ফজরের সময় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৬২)

এ রাতের ফজিলত সম্পর্কে আরও এক হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'শাবানের মধ্যরাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি দেন। মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত সকল বান্দাদের ক্ষমা করেন।' (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ৬৬৪৬)সুতরাং এ রাতে আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের গোনাহসমূহের ক্ষমা চেয়ে, তাওবা করে গোনাহ মুক্ত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। এ রাতে বেশি বেশি নফল ইবাদত, কুরআন তেলাওয়াত, কাজা নামাজসমূহ আদায়সহ অন্যান্য জিকির-আজকার করা যেতে পারে। আল্লাহর বিশেষ এ নিয়ামত যেন আমাদের থেকে এমনি এমনি হাতছাড়া না হয়ে যায়।

শবে বরাতের নির্দিষ্ট কোনো ইবাদত বা নামাজ নেই। এদিনে ফজিলত মনে করে ভালো কোনো খাবারের আয়োজন করা বা হালুয়া-রুটি খাওয়া উচিত নয়, এগুলো বিদআত, ইসলামে এর কোনো ভিত্তি নেই। এই রাতকে কেন্দ্র করে কোনোরকম আনন্দ উদযাপন, আতশবাজী করা, মসজিদে-কবরস্থানে আলোকসজ্জা করা এসবই বিদআত, এসমস্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা চাই। আল্লাহ আমাদের শবে বরাতের ফজিলত হাসিল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

শবে বরাত (লাইলাতুল বরাত) ইসলামী ক্যালেন্ডারের শাবান মাসের ১৪ তারিখের রাত। এটি মুসলিমদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি রাত হিসেবে বিবেচিত হলেও, অনেক কাজ বা আচরণ

আছে যা কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত এবং সতর্ক থাকা উচিত ।

১. নির্দিষ্ট ইবাদতের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা:

শবে বরাতের জন্য বিশেষ কোনো ইবাদত নির্ধারণ করা কুরআন ও হাদিসে নেই। যেমন:

নির্দিষ্ট রাকাত নামাজ পড়া।

নির্দিষ্ট সূরা দিয়ে নামাজ পড়া।

নির্দিষ্ট দোয়া বা আমল করা। ইবাদত শুধুমাত্র রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা অনুযায়ী হওয়া উচিত।

২. আতশবাজি এবং আনন্দোৎসব করা:

শবে বরাত উপলক্ষে ফানুস ওড়ানো, আতশবাজি, গান-বাজনা করা বা আনন্দোৎসব আয়োজন করা ইসলামি শিক্ষার বিরুদ্ধে যায়। এসব কাজ ইসলামিক ইবাদতের অংশ নয় এবং অপচয় ও অনর্থ সৃষ্টি করে।

৩. সবরাত্রি জাগরণের বাধ্যবাধকতা:

শবে বরাতে রাতভর জেগে থেকে ইবাদতের বাধ্যবাধকতা আরোপ করাও বিদআত (ইসলামে নতুন কিছু সংযোজন)। রাসুলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ এমনটি করেননি।

৪. বিশেষ খাবার বা রীতি পালন করা:

শবে বরাতে হালুয়া, মিষ্টান্ন বা নির্দিষ্ট খাবারের আয়োজন করে এটিকে ধর্মীয় রীতি হিসেবে পালন করা বিদআত। খাবার ইসলামি ইবাদতের অংশ নয়।

৫. কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা:

শবে বরাতে কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের উদ্দেশ্যে বিশেষ কিছু বলা বা তাদের সাহায্য চাওয়া, যা শিরক (আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার করা) হতে পারে। কবর জিয়ারত করতে যাওয়া সুন্নাহ, তবে এর সঙ্গে কোনো বিশেষ রাত নির্ধারণের প্রয়োজন নেই।

৬. মিথ্যা বিশ্বাস প্রচার:

শবে বরাতে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ হয়।

শবে বরাতেই মানুষের জীবনের সময়সীমা নির্ধারণ হয়। এসব ধারণার পক্ষে কোনো নির্ভরযোগ্য হাদিস নেই। বরং কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, ভাগ্য লওহে মাহফুজে আগে থেকেই লিপিবদ্ধ।

৭. নির্দিষ্ট রোজা রাখা:

শবে বরাতের পরদিন রোজা রাখা সুন্নাহ নয়। শাবান মাসে রোজা রাখা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ, তবে এটি শবে বরাতের সঙ্গে সংযুক্ত নয়।

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি:

শবে বরাত একটি সাধারণ রাত, তবে ইবাদতের জন্য কোনো বিশেষ রাতকে আলাদা করা উচিত নয়। বরং আমরা সবসময় আল্লাহর ইবাদতে মনোযোগী হতে পারি। বিদআত ও শিরক পরিহার করে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনাই শ্রেয়।

শবে বরাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য

শবে বরাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আত্মশুদ্ধি লাভের সুযোগ হিসেবে এই রাতকে ব্যবহার করা। এটি একটি বিশেষ রাত, যা মুসলিমদের জন্য তওবা, ইবাদত, এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার সুযোগ প্রদান করে। তবে শবে বরাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখযোগ্য:

১. তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা:

শবে বরাতের রাতটি আল্লাহর বিশেষ রহমতের রাত হিসেবে বিবেচিত। এই রাতে মুসলিমদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও রহমত বর্ষিত হয়। সুতরাং, এই রাতটি হলো পাপ থেকে তওবা করার, ভুলের জন্য ক্ষমা চাওয়ার এবং আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করার সময়।

২. আত্মশুদ্ধি ও নেক কাজের প্রতি মনোযোগ:

শবে বরাতের রাতে একজন মুসলিমের উচিত তার আত্মাকে শুদ্ধ করা, নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নেয়া এবং নেক কাজ করার প্রচেষ্টা করা। এই রাতটি এক নতুন দিক থেকে শুরু করার এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে জীবনের ভুল সংশোধন করার উপযুক্ত সময়।

৩. কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়া:

শবে বরাতে কুরআন তিলাওয়াত করা এবং দোয়া করা গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এই রাতে সাধারণ নফল নামাজ পড়া, তওবা ও ইস্তিগফার করা এবং আল্লাহর কাছে বিশেষ দোয়া চাওয়া উচিত।

৪. বিশ্বস্ততা ও সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত হওয়া:

এই রাতে আল্লাহ মুসলিমদের জন্য বিশেষ দয়া প্রদর্শন করেন এবং মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ হয়। তবে, শবে বরাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবনে ভালো কাজ করার জন্য

আল্লাহর সাহায্য চাওয়া এবং নিজের চলাফেরায় সততা, ন্যায্যতা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

৫. ভুল বিশ্বাস ও বিদআত থেকে বিরত থাকা:

শবে বরাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ইসলামিক শরীয়াহ অনুযায়ী চলা এবং কোনো ধরনের বিদআত বা নতুন আমল থেকে বিরত থাকা। ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট রাত বা দিনকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয় না, বরং সবসময় আল্লাহর ইবাদত এবং নৈতিক শুদ্ধতার ওপর জোর দেয়।

৬. নিয়ত ও উদ্দেশ্য সঠিক রাখা:

শবে বরাতের রাতে যে কোনো ইবাদত করা হলে, তার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি হওয়া উচিত। এই রাতটি বিশেষ কোনো উপহার বা আধ্যাত্মিক ফল পাওয়ার জন্য নয়, বরং আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভের জন্য প্রার্থনা করার একটি মাধ্যম।

উপসংহার:

শবে বরাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, আত্মশুদ্ধি লাভ করা এবং নেক কাজের প্রতি মনোযোগী হওয়া। এটি একটি সুযোগ, যা মুসলিমদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে, ভুল সংশোধন করতে এবং নিজের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে।

উপসংহার

শবে বরাত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাত হিসেবে পরিচিত, কিন্তু এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে এবং কুরআন ও সহিহ হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করতে হবে। ইসলামের মূল শিক্ষা হলো শিরক, বিদআত ও অতিরঞ্জন থেকে বিরত থাকা এবং বিশুদ্ধ ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা।

শবে বরাত নিয়ে অনেক ভুল প্রচলিত ধারণা রয়েছে, যা আমাদের আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই এই রাতের সঠিক আমল সম্পর্কে জানার এবং তা পালন করার চেষ্টা করা উচিত। শবে বরাতের প্রকৃত শিক্ষা হলো আত্মশুদ্ধি, তওবা এবং আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করা।

আমাদের উচিত নিজেদের জীবনকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত করা এবং এমন কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকা, যা ইসলামের মূল শিক্ষার বিপরীত। শবে বরাতের মতো রাতগুলো আমাদের জীবনের একটি সুযোগ, যা আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ সুগম করে।

পরিশেষে, আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং শিরক ও বিদআত থেকে রক্ষা করুন। এই লিখাগুলো শবে বরাতের সঠিক জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হবে বলে আশা করি।

“যে ব্যক্তি আমার (রাসুলুল্লাহ ﷺ) দেখানো পথ অনুসরণ করবে, সে-ই সফল হবে।”

আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমিন।